Course Module

SEMESTER-II
Course : History Hons
Paper : CC-III (Unit-2)
Teacher : Nilendu Biswas

Topic : Post Mouryan Era

❖ **পুষ্যামিত্র শুঙ্গ ঃ** মৌর্যোত্তর ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনে শুঙ্গ বংশের পুষ্যামিত্র শুঙ্গের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল । পুরাণের বর্ণনা অনুসারে ১৭৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দে শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যামিত্র মগধের সিংহাসন দখল করেন । তিনি ১৫১ খ্রিঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত ৩৬ বছর রাজত্ব করেছিলেন । পুষ্যামিত্রের মগধের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আর্বিভাব প্রসঙ্গে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন, মৌর্য সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে ব্রাহ্মণ বিক্ষোভ ছিল তাকে কাজে লাগিয়ে ব্রাহ্মণ পুষ্যামিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেছিলেন । অতঃপর শত্রুদের বন্দী এবং নিজ পুত্র ও আত্মীয়দের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে নিজের ক্ষমতাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন ।

তৎকালিন বেরার এবং ওয়ার্ধা ও বেনগঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে বিদর্ভ রাজ্যটি গঠিত ছিল । পুষ্যামিত্রের পুত্র যুবরাজ অগ্নিমিত্র বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বিদর্ভ অধিকার করেন । এরফলে নর্মদার দক্ষিণে শুঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় । ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন যে কলিঙ্গরাজ খারবেল পুষ্যামিত্রকে পরাজিত করেছিলেন । কিন্তু হাতিগুম্ফা লিপিতে যে 'বৃহস্পতিমিত্র' নামের উল্লেখ আছে, তিনিই পুষ্যামিত্র কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে ।

গার্গী সংহিতায় বলা হয়েছে যে যবন বা ব্যাকট্রিয় গ্রিকরা সাকেতা (অযোধ্যা), পাঞ্চাল, মথুরা আক্রমণ করে পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল । একথা সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে পুষ্যামিত্রের আমলে ভারতে গ্রিক বা ব্যাকট্রিয় আক্রমণ হয়েছিল । ঐতিহাসিক র‍্যাপসন উল্লেখ করেছেন যে ১৫১ খ্রিঃ পূর্বাব্দে পুষ্যামিত্র শুঙ্গের ক্ষমতা হ্রাস পায় । ফলে শুঙ্গ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিতে ফাটল ধরে এবং সাম্রাজ্যের বেশকিছু অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । অবন্তী প্রদেশটি সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকর্ণী জয় করে নেন । শাকল বা শিয়ালকোট গ্রিক রাজা মিনান্দার দখল করে নেন ।

কলিঙ্গরাজ খারবেল পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন বলে ডঃ স্মিথ মনে করেন । বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নীতির কারণে পুষ্যামিত্রের চরিত্রে কালির ছিটে পড়লেও সামগ্রিক ভাবে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের অনুরাগী ছিলেন । তা নাহলে সাঁচী ও ভারহুতের বৌদ্ধ স্তুপ আস্ত থাকত না । বস্তুত পুষ্যামিত্র গর্হিত উপায়ে সিংহাসন দখল করলেও তিনি রাজা রূপে যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে ।

❖ **কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর হাতিগুম্ফা লিপি ঃ** কলিঙ্গরাজ খারবেলের ইতিহাস জানার অন্যতম উপাদান হল 'হাতিগুম্ফা' শিলালিপি । প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই শিলালিপিতে কোন সন তারিখ না থাকায় এর সঠিক রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে মতভেদ আছে । তবে ঐতিহাসিকদের ধারণা নন্দ রাজার ৩০০ বছর পরে এই শিলালিপি খোদাই করা হয়েছিল । কিন্তু কোন নন্দ রাজার আমলে তা নিয়েও বিতর্ক আছে । যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই নন্দ রাজা ছিলেন মহাপদ্মনন্দ, তাহলে হাতিগুম্ফা শিলালিপির কালসীমা হতে পারে খ্রিঃ পূর্ব ২৪ অব্দ ।

মৌর্যোত্তর ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে 'হাতিগুম্ফা' শিলালিপি আমাদের সাহায্য করে । এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কলিঙ্গরাজ খারবেল ছিলেন সাতবাহন রাজা প্রথম সাতকর্ণীর সমসাময়িক । সাতবাহন রাজ্য কলিঙ্গের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল বলে এই শিলালিপিতে উল্লেখিত আছে । সমসাময়িক ঋষিক নগর ছিল মহীশূরে, যেটি আকারে যথেষ্ট বড় ছিল । নন্দ রাজারা জলসেচের জন্য কলিঙ্গে একটি বড় জলাধার তৈরি করেছিলেন । খারবেল এই জলাধার থেকে খাল কেটে রাজধানী পর্যন্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন । এই খালের অস্তিত্ব ৩০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্যকরী ছিল ।

অরণ্যসঙ্কুল হলেও কলিঙ্গে উত্তর ভারতের মতই কৃষি অর্থনীতি প্রসার লাভ করেছিল । অরণ্যের বাইরের ফাঁকা জমিগুলিতেই কৃষিকাজ করা হত । জলসেচ ব্যবস্থার প্রচলন থাকায় মনে হয় লাঙলের সাহায্যে আবাদ করা হত । কৃষি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হলেও খারবেলের শিলালিপিতে বর্হিবাণিজ্যের কোন উল্লেখ নেই । খারবেল মগধ ও রাজগৃহ জয় করারচেষ্টা চালিয়েছিলেন । এরদ্বারা তিনি বিহার ও কলিঙ্গকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয় । যদিও খারবেলের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের মুখ দেখেনি ।

অশোকের আমলের তুলনায় হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে ব্যবহৃত লিপি বা অক্ষর অনেক পরিণত ছিল । পন্ডিতদের ধারণা খারবেলের আমলে ব্রাহ্মী লিপির উন্নতি ঘটেছিল । আলোচ্য পর্বে অর্থাৎ খারবেলের যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের কিছু প্রচেষ্টাও যে চলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভূবনেশ্বরের ৮কিমি উত্তর-পূর্বে অবস্থিত উদয়গিরি পাহাড়ে খনন করা গুহাগুলি এই স্থাপত্য-ভাস্কর্যের উদাহরণ । হাতিগুম্ফা

শিলালিপি ও গুম্ফাটি বিশেষ মর্যাদার দাবী করতে পারে । কারণ মৌর্যোত্তর যুগে যে শিল্পকলার উন্নতি ঘটেছিল তার স্বাক্ষ্য বহন করছে এই শিলালিপি ও গুম্ফা ।

কলিঙ্গে জৈনধর্ম কতটা জনপ্রিয় ছিল সেকথাও হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে জানা যায় । নন্দ যুগে কলিঙ্গে জৈনধর্ম প্রচলিত ছিল যা ৩০০ বছর পরের কলিঙ্গে খারবেলের আমলেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল । স্বয়ং কলিঙ্গরাজ খারবেল জৈনধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন । কলিঙ্গ থেকে নন্দরাজারা যে জৈন সাধুর মূর্তি নিয়ে গিয়েছিল, তা খারবেল মগধ জয় করে কলিঙ্গে ফিরিয়ে এনেছিলেন । ভুবনেশ্বরের নিকট এক মন্দির তৈরি করে এই মূর্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন । মগধের রাজনৈতিক অশান্তির কথাও হাতিগুম্ফা শিলালিপি থেকে জানা যায় । যবন বা গ্রিক ও শকরা যে মগধ আক্রমণ করেছিল সেকথাও খারবেল তাঁর শিলালিপিতে উল্লেখ করেছেন ।

❖ **সাতবাহনদের আদি বাসস্থান ঃ** সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা নির্ণয়ের প্রশ্নে আমরা দেখতে পাই যে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর সাতবাহন বংশ দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল । অবশ্য দক্ষিণে সাতবাহন বংশের উৎপত্তির পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ বিশেষ সক্রিয় ছিল । দেখাগেছে দক্ষিণের বহু স্থান তখনও অরণ্যসঙ্কুল হওয়ায় সেখানে কৃষির সেরকম বিকাশ ঘটেনি । উত্তরের তুলনায় দক্ষিণে গ্রামের সংখ্যা, উন্নত রাস্তাঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল না । অর্থাৎ দক্ষিণে এমন কিছু সমৃদ্ধি ছিল না, যা বিদেশীদের আকৃষ্ট করতে পারে । সাতবাহন আমলেই সেখানে সমৃদ্ধি ঘটেছিল ।

'সাতবাহন' কারা ? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়ে আমরা দেখতে পাই পুরাণে সাতবাহনদের 'অন্ধ্র' ও 'অন্ধ্রভৃত্য' বলা হয়েছে । পুরাণে তাদের সাতবাহন নামে অভিহিত করা হয়নি, যদিও শিলালিপিতে সাতবাহন নামের উল্লেখ আছে । কাজেই সাতবাহনদের আদি পরিচয় কি ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । পন্ডিতদের ধারণা সাতবাহনদের সঙ্গে আদিতে অন্ধ্রজাতির সম্পর্ক না থাকলে পুরাণে এরকম নামকরণ হত না । এপ্রসঙ্গে ডঃ ভান্ডারকর বলতে চেয়েছেন, সাতবাহনরা ছিল আদিতে অন্ধ্রদেশের অধিবাসী, তাই পুরাণে তাদের নাম হয়েছে'অন্ধ্র'। একইভাবে ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীও মনে করেন, সাতবাহনরা আদিতে অন্ধ্রেই ছিল । আবার ডঃরায়চৌধুরীর মতে, শক আক্রমণের ফলে সাতবাহন রাজারা মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়ে কৃষ্ণা নদীর উপকূলে বসবাস শুরু করায় তাদের 'অন্ধ্র' বলা হয় ।

'অন্ধ্র' হিসাবে সাতবাহনদের চিহ্নিত করা হলেও 'অন্ধ্রভৃত্য' নামটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মহলের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন । ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রীর মতে, সাতবাহন বা অন্ধ্ররা গোড়ায় মৌর্যদের অধীন কর্মচারী বা ভৃত্য ছিলেন । পরে তারা দক্ষিণে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে । এই কারণে তাদের নাম হয় 'অন্ধ্রভৃত্য'। কিন্তু ডঃ ডি.সি. সরকার মনে করেন 'অন্ধ্রভৃত্য' বলতে সাতবাহনদের বোঝানো হয় না, অন্ধ্র বা সাতবাহনদের ভৃত্যদের বোঝানো হয় । সমসাময়িক আভীর জাতি অন্ধ্র বা সাতবাহনদের সামন্ত বা ভৃত্য ছিল বলে তাদের 'অন্ধ্রভৃত্য' বলা হয়েছে । তবে ডঃ গোপাল আচারিয়ার প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় । তিনি বলেছেন, 'অন্ধ্র ছিল উপজাতীয় নাম, সাতবাহন ছিল রাজবংশের নাম এবং সাতকর্ণী ছিল সাতবাহন বংশের পদবী ।'

সাতবাহনরা 'অন্ধ্র' বা 'অন্ধ্রভৃত্য' যাইহোক না কেন তাদের আদি বাসস্থান অন্ধ্র অঞ্চলে ছিল না । কারণ সাতবাহন রাজাদের আদি শিলালিপিগুলি অন্ধ্রদেশে পাওয়া যায়নি । পাওয়া গেছে নাসিক, নানঘাট বা পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে (মহারাষ্ট্রে) । আওরঙ্গবাদ জেলায় মহারাষ্ট্রের নিকটবর্তী স্থানে সাতবাহনদের আদি রাজধানী পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ছিল । সাতবাহনদের আদি শিলালিপি মহারাষ্ট্রে পাওয়া গেছে বলে সাতবাহন রাজারা প্রকৃত অন্ধ্র ছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে । কেননা পুরাণে বর্ণিত তথ্য অনুসারে সাতবাহনদের অন্ধ্র জাতীয় বলা চলে না ।

❖ **গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্য বিজয় ঃ** গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী যে শুধুমাত্র সাতবাহন সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন তাইনয়, তিনি এই সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসকেও পরিণত হয়েছিলেন । গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল শকযুদ্ধ । নাসিক লেখ ও নাসিক প্রশস্তি থেকে গৌতমীপুত্রের শক যুদ্ধের কাহিনী জানা যায় । রাজত্বের প্রথম ১৭ বছর তিনি শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্থ থাকেন এবং পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই তিনি ১৮তম বছরে শক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন । তিনি শকক্ষত্রপ নহপান এবং তাঁর জামাতা ঋষভদত্তকে পরাজিত করে মহারাষ্ট্র দখল করেন ।

নাসিক প্রশস্তির মতে, গৌতমীপুত্র শকদের কাছ থেকে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট, মালব, বেরার, উত্তর কোঙ্কন দখল করেন । গৌতমীপুত্র যে শক যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন সেটা তার মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে । নাসিক জেলার জোগালথুম্বিতে নহপানের বিরাট মুদ্রা ভান্ডারে নহপানের নামাঙ্কিত মুদ্রার অধিকাংশ মুদ্রা গৌতমীপুত্র নিজের নামে পরিবর্তিত করেন । নাসিক প্রশস্তি বর্ণিত স্থানগুলি ছাড়াও গৌতমীপুত্র অনুপ বা নর্মদা উপত্যকা, মূলক বা পৈঠানের নিকটবর্তী অঞ্চল ও ঋষিক বা কৃষ্ণ উপত্যকা জয় করেন । তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বঘাট থেকে পশ্চিমঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।

তবে অন্ধ্রের উপর গৌতমীপুত্রের অধিকার ছিল কিনা তা নিয়ে ঐতিহাসিক ডঃ এইচ.সি. রায়চৌধুরী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । কারণ নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রের বর্ণিত বিজিত স্থানগুলির মধ্যে অন্ধ্রের নাম নেই । অথচ শক-শক্তির হাতে পরাজিত হবার পর সাতবাহন রাজারা অন্ধ্রে বসবাস করছিল । সেক্ষেত্রে গৌতমীপুত্রের সাম্রাজ্যভূক্ত অঞ্চলের মধ্যে অন্ধ্রের নাম না থাকা বিস্ময়কর । তাছাড়া ইউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় এই অঞ্চলটি কোন না কোন সময়ে সাতবাহনদের সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল । ডঃ রায়চৌধুরী এবং ডঃ গোপাল আচারিয়া বলেছেন যে গৌতমীপুত্রের যে সাম্রাজ্যসীমার কথা বলা হয়েছে, তাতে অন্ধ্রদেশ অর্ন্তভূক্ত ছিল বলে মনে করা হয় ।

ইতিহাস দেখিয়েছে গৌতমীপুত্রের এই সাফল্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । বস্তুত শকদের ক্ষহরত শাখার নহপানের পতনে শকদের হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারে কার্দ্দমক শকরা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় । কার্দ্দমক চষ্টন ও তাঁর সহকারী রুদ্রদামন সাতবাহন শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন । টলেমির রচনা এবং রুদ্রাদমনের 'জুনাগড় লিপি' থেকে জানা যায়, রুদ্রাদমন সাতবাহনদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন । টলেমি মালবের রাজধানী উজ্জয়িনীকে শক-ক্ষত্রপ চষ্টনের রাজধানী বলেছেন । সুতরাং এটা পরিষ্কার যে মালবের উপর সাতবাহনরা অধিকার হারিয়ে ছিলেন ।

শক আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য গৌতমীপুত্র রুদ্রদামনের সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন । কানহেরী লিপিতে এই বিবাহের কথা আছে এবং এই পুত্র সম্ভবত বশিষ্টপুত্র সাতকর্ণী বা বশিষ্টপুত্র পুলুমায়ি ছিলেন । কিন্তু এই বিবাহের ফলে গৌতমীপুত্রের আদৌ কোন লাভ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে । কারণ জুনাগড় লিপিতে থেকে জানা যায় যে রুদ্রদামন দুইবার সাতবাহনদের পরাস্ত করলেও 'কুটুম্বিন' বলে তাদের ধ্বংস করেননি । যদিও জাতিগর্বে গর্বিত ব্রাহ্মণ সাতবাহনদের শক রাজকন্যাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করার মধ্যে দিয়ে একটা সামাজিক পরিবর্তনের আভাষ ছিল বলে কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা ।

Model Question (Marks - 5)

১) পুষ্যামিত্র শুঙ্গ কে ছিলেন ?

২) কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর হাতিগুম্ফা লিপি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখ ।

৩) সাতবাহনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ?

৪) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজ্য বিজয়ের পরিচয় দাও ।